প্রথম আলো

04 DEC 2005
২০

বরিশাল ভেটেরিনারি কলেজ

বিশ্ববিদ্যালয়ে একীভূত করাই হবে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত

বরিশাল সরকারি ভেটেরিনারি কলেজের ভবিষ্যৎ এখন অনিশ্চিত। টানা এক সপ্তাহ ধরে ক্লাস বন্ধ রয়েছে; গত মঙ্গলবার থেকে শিক্ষার্থীরা সমাবেশ ও মানববন্ধন করছে। বেশির ভাগ শিক্ষক দেন-দরবার করতে অবস্থান করছেন ঢাকায়। *প্রথম আলোর* বিশাল বাংলায় প্রকাশিত কয়েকটি রিপোর্ট থেকে দেখা গেছে, কার্যত গত পাঁচ মাস ধরেই অচল হয়ে আছে কলেজটি। উন্নয়ন প্রকল্প শেষ হওয়ায় জুলাই থেকে শিক্ষক-কর্মচারীরা বেতন পাচ্ছেন না; শিক্ষা কার্যক্রমও চলছে ঢিমে তালে। এর ফলে ১৫০ জন শিক্ষার্থী, ২২ জন শিক্ষক ও ৪৬ জন কর্মচারী নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে হতাশ হয়ে পড়েছেন।

১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরে সরকারের একটি প্রকল্পের আওতায় বরিশাল সরকারি ভেটেরিনারি কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০০২-০৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হলেও এখন পর্যন্ত কোনো ব্যাচই শিক্ষা সমাপ্ত করেনি; এরই মধ্যে তাদের জীবনে নেমে এসেছে হতাশার কালো ছায়া। শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মূল লক্ষ্য হলো, কলেজটিকে পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি অনুষদ হিসেবে একীভূত করা। অন্যদিকে শিক্ষকদের চাওয়া চাকরি স্থায়ীকরণ। শিক্ষার্থীদের এই দাবির প্রতি নৈতিক সমর্থন প্রদানের পাশাপাশি শিক্ষকরা চাইছেন দ্রুত কলেজটিকে উন্নয়ন খাত থেকে রাজস্ব খাতে স্থানান্তর করতে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় গত পাঁচ মাসেও সুনির্দিষ্ট কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি।

আমরা মনে করি, বরিশাল সরকারি ভেটেরিনারি কলেজের বর্তমান অচলাবস্থা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অদূরদর্শিতার ফল। 'উন্নয়ন বাজেট' বনাম 'রাজস্ব বাজেটে'র জটিলতায় প্রতিষ্ঠানটি পাঁচ মাস ধরে অর্থ সংকটে ভুগছে—এ ঘটনা দুঃখজনক। বিদ্যমান সমস্যা নিরসনে আমরা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সুদৃষ্টি প্রত্যাশা করছি। অবিলম্বে শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন পরিশোধ করে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করা হোক। তবে কলেজটিকে পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি অনুষদ হিসেবে একীভূত করাই হবে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত।